প্রস্তাবনা - ২০২২ - প্রথম খণ্ড

সৃষ্টিকর্তা

আমরা একতা তৈরী করার লক্ষে এগিয়ে চলেছি, একতা তৈরী এই সমসময়কালে এবং সংঘবদ্ধ হওয়াতে সাহায্য করা হচ্ছে একটি অঙ্গীকার বর্তমান সময়ে বহুমত তৈরী হচ্ছে।

একদিকে মানুষ সচেতন হচ্ছে যে কিভাবে সমস্ত জগতের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ হওয়া যায় মহামারি আমাদের এইটা অনুভব করতে শিখিয়েছে যে আমরা একটি মানবজাতি।

কিছু সমস্যা যার মধ্যে দিয়ে আমরা সকলেই যাই এবং আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে তার থেকে বেরিয়ে আসতে পারি।

অন্যদিকে পৃথিবী দ্বিখন্ডিত হচ্ছে সামাজিক রাজনৈতিক এবং নীতিগতভাবে। যার দরুন সমস্ত পৃথিবী বিভিন্ন ভাবে বিভক্ত হচ্ছে। সমস্ত দেশ জাতি এবং পরিবারও দ্বিখন্ডিত হচ্ছে। যারা খ্রীষ্টধর্মে দিক্ষিত তারাও সমতা বজায় রাখতে পাচ্ছে না। বিভিন্ন মন্ডলির মধ্যে বিভিন্ন মতামত ও মতভেদ সকলকে বহুখন্ডিত করছে, যদিও আমরা শান্তির বার্তাবাহক কিন্তু তা না হয়ে আমরা কঠিন মানসিকতার স্বীকার হচ্ছি।

আজকাল পৃথিবীর কোন কোন দেশে আমাদের খ্রীষ্টধর্মের মধ্যে অনেক কিছু অদৃশ্যমান যার দরুন খ্রীষ্টীয় সমাজের বিশ্বাস ভঙ্গ হচ্ছে। যার কারণ হল যৌন

নিপিড়ন ও আধ্যর্তিকতার অভাব। অনেক মানুষের বিশ্বাস ভঙ্গ হচ্ছে।

সমসময়কালে TAIZE সমাজও একত্রে কিছু পদ্ধতির উপরে কাজ করছে, 'সত্যের' মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে। আমরা এইটা করতে সচেষ্ট হই যাতে TAIZE সমাজ সুরক্ষিত স্থান হয় সকলের জন্য।

ক) খ্রীষ্ট মন্ডলির উদ্দেশ্য হল সবার মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখার একটি স্থান আজকের দিনে যথাযত ভাবে আমাদের মূল পরিবর্তন করার প্রয়োজন আছে খ্রীষ্টবাণীর উদ্দেশ্যে।

খ) প্রভু যীশুখ্রীষ্ট তার ভালোবাসার মাধ্যমে নিজেকে সমর্পিত করেছিলেন, এবং আমাদের মধ্যে নতুন জীবনি শক্তির উৎসের সঞ্চার করেছিলেন, যাতে আমরা আমাদের জীবন ভাতৃত্বের বন্ধনে একে অপরের সাথে জীবন যাপন করতে পারি।

গ) প্রত্যেক মানুষের সম্মান বজায় রাখার জন্য এবং সৃষ্টিধর্মিতাকে অব্যাহত রাখার জন্য যীশু খ্রীষ্ট এসেছিলেন সকলকে সৌভাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করতে এবং ইশ্বরের ভালোবাসা দিতে।

ঘ) আমি এই প্রস্তাবনাকে সমর্থন করি এবং নিজেকে প্রশ্ন করি যে আমার এই সৌভাতৃত্বের বন্ধনকে রক্ষা করার জন্য আমার ভূমিকা কি হবে? আমাদের সমস্ত সৃষ্টিধর্মিতাকে নিজেদের পরিবারের মধ্যে এবং যে সকল সৃষ্টি ধর্মিতা নষ্ট হয়ে গেছে গীর্জা, সমাজ ও আমাদের হৃদয়ে?

JOY OF RECEIVING

ঙ) আমরা প্রত্যেকে যদি পরিবারের মধ্যে শান্তি এবং সংঘবদ্ধতা বজায় রাখতে চেষ্টা করি। এর সূচনা হয় একের সাথে অপরের সম্পর্ক তৈরীর মধ্যে দিয়ে। আমাদের প্রত্যেকের উচিত একে অপরের খেয়াল রাখা বিশেষ করে কঠিন সময়ে পরিবার ও আত্মীয়দের খেয়াল রাখা। সংঘবদ্ধতা মানুষের পরিবারের মধ্যে বেড়ে চলে যখন সে নিজেকে প্রকাশ করে এবং মিলিত করে ভিন্ন ধারার মানুষের সঙ্গে। আমরা কি ভিন্ন ধর্মের মানুষের কাছে পৌছাতে পারি যারা নিজেকে প্রকাশ করতে পারে না। মাঝে মাঝে আমরা এমন কিছু তাদের থেকে পাই যা আমাদের অবাক করে। যদি আমরা নিজেরা ইতস্তত করে নিজেদের পক্ষাঘাতগ্রস্ত করে না তুলি এবং যদি আমরা আমাদের বাক্যলাপকে চালু রাখি তাহলে আমরা পরম পাওয়ার আনন্দকে লাভ করতে পারি।

চ) আমরা নিজেদের স্বত্ত্বাকে এবং অন্যদেরও খুঁজে পাই। অন্যরাও আমাদের দুঃখের দিনে আমাদের সঙ্গে থাকে এবং আমাদের অস্তিত্বকেও বাঁচিয়ে রাখে। যীশু খ্রীষ্ট একটি সাধারণ গল্পে বলে ছিলেন — একজন আহত ব্যক্তিকে একজন পথচারি সাহায্য করে ছিলেন এই কাজটি করার জন্য রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় বাধা পেতে হয়েছিল।' তার এই শতস্ফূর্ত কাজটি কি তার জীবনের মানে খুঁজতে সাহায্য করেনি ? আজও আমরা এই মানুষটির কজের দ্বারা অনুপ্রানিত হই।

মার্জিত কথপকথন

ক) একতাবদ্ধতাকে বৃদ্ধি করার জন্য বিশ্বাসের গোড়াপত্তন করতে হবে। প্রায়শয়ি মানুষের মধ্যে বিশ্বাসহীনতা কাজ করে। মৌখিক হিংসা মানুষের মুখে মুখে প্রচার মাধ্যম থেকে ছড়াচ্ছে এবং এর ফলে মানুষ ভয়ের দ্বারা তাড়িত হচ্ছে। আমরা এই বিকৃতির বিরুদ্ধে কি ভাবে সচ্চার হব। আমাদের ঠিক করে নীতে হবে যে কোন কথার মধ্যে আমরা ঢুকব। আমরা যে সবসময় সহমত হব এমন কোন মানে নেই। আমদের থেকেও যারা ভিন্ন চিন্তা করে আমরা তাদের সাথেও আলোচনা চালিয়ে যেতে পারি। আমরা চেষ্টা করব যাতে কোনভাবে ছন্দপতন না হয়।

খ) আমরা প্রতীজ্ঞা করব যে কোন কুসংস্কারের দ্বারা আমরা আবদ্ধ হব না। আমরা কাউকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করব না তোমার মতামতকে আমি অসম্মান করব না। এমনকি চরম মত বিরোধের ক্ষেত্রেও আক্রমণাত্নক না হয়ে আমাদের মোনভাব প্রকাশ করা উচিত। আমাদের অবশ্য এটাও মনে রাখতে হবে যে কোন কোন অবিচারের মুহুর্তে ক্রোধও প্রকাশ করা প্রয়োজন।

গ) যখনই কোন একজন তার নিজস্ব সত্ত্বাকে সুরক্ষিত করতে চায় তখনই তার প্রতিফলন হিসেবে সমাজে সংঘাত বেড়ে যায়। এটা খ্রীষ্ট সমাজেও সত্য। নিজেদের আমরা অন্যের প্রতিপক্ষ হিসাবে না দেখে আমরা কি পারি না এমন একটা পরিচয় গড়ে তুলতে যাতে অন্যের উম্মুক্ত মোনভাবকেও একাত্ম করে নেওয়া যায়।

আমরা সবাই ভাইবোন

ক) ঐক্যবোধকে বেড়ে উঠতে সাহায্য করার অর্থ হল সামাজিক অসাম্যকে দূর করা। এইটা অনেকেই এবং সমগ্র জাতি মনে করে যে কিছু দ্বিখন্ডিতা খুঁজে পায় তার নিজের সত্ত্বাতেও।

খ) খ্রীষ্টীয় ভক্তগণ ও অন্যান্য ধর্ম বিশ্বাসীগণ মহিলা এবং পুরুষ সুস্থ মানসিকতার হয়েও ঈশ্বরে বিশ্বাসী নয়। এই অবস্থাতে আমরা সংঘবদ্ধ হতে পারি মানুষের সাথে যারা বিচ্ছিন্ন ও স্থানান্তরিত যাদের জীবনযাত্রায় দেখা যায় অনেক দুঃখ, কষ্ট।

গ) আমাদের বাড়ি থেকেই শুরু করি আমরা যেন ভাইবোনের মত একত্রিত হয়ে থাকি। আমাদের দূরত্ব দূর করে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে এবং আমরা দেখব যে আমাদের হৃদয় প্রসারিত ও অনেক মানবিক হয়েছ। আমরা কি সচেতন যে আমাদের ব্যক্তিগত জীবনযাত্রার প্রভাব পড়ে পৃথিবীর অন্য প্রান্তেও।

ঘ) বিশ্বাসীগণদের জন্য ভাইবোনের ন্যায় একত্রিত হয়ে থাকাটাই হচ্ছে বিশ্বাস যীশু খ্রীষ্ট বলেছেন যে তুমি যদি ক্ষুদ্রতম ভাইবোনের জন্য কর তা আমার জন্য করা হবে (MATHEW - 25:40) । যীশু খ্রীষ্ট পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়ে সমস্ত মানুষের সাথে একত্রিত হয়ে গিয়েছিলেন। যারা জীবন যন্ত্রণায় কাতর হয়েছ। যদি আমরা তাদের কাছে যাই তখনই আমরা যীশু খ্রীষ্টের কাছে পৌঁছতে পারি। এই ক্ষুদ্রতম ভাইবোনেদের জন্যই আমরা সংঘবদ্ধ হয়ে গভীর সম্পর্কে আবদ্ধ হই প্রভুর সাথে।

সৃষ্টির সঙ্গে একতাবদ্ধ

ক) আজকে আমরা স্পষ্টভাবে দেখতে পাই সৃষ্টির মধ্যে একতা। জীবনযাত্রায় সব কিছুর মধ্যে পরস্পরের প্রতি নির্ভরশীলতা আমাদের অনুভব করায় যে আমরা কোন না কোনভাবে আমরা ভাতৃত্বের বন্ধনে সবার সাথে আবদ্ধ আছি। বিশ্বাসীদের কাছে এই চমৎকার গ্রহ হল ঈশ্বরের দান আমাদের জন্য যা আমাদের আগামী প্রজন্মের কাছে হস্তান্তরিত করতে হবে।

খ) আজ আমরা দেখতে পাই মানষের কার্যকলাপের জন্য এই গ্রহ কতটা দুর্বল হয়ে যাচ্ছে, সমসময়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগের দ্বারা পৃথিবীর অনেক অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এই সমস্যায় বহুলোক তাদের ঘর ছাড়তে বাধ্য হচ্ছে যাতে তারা অভ্যস্ত নয় কিছু যুগ ধরে দীর্ঘ গবেষণায় আমদেরকে সতর্ক করা হচ্ছে যে পৃথিবীর ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে।

গ) এই মুহুর্তে সংকটকালীন অবস্থায় আছে প্রাকৃতিক ভারস্বাম্যতা রাজনৈতিক প্রতিউত্তর বৈজ্ঞানিক সৃষ্টিধর্মীতা ও সামাজিক চিন্তা ভাবনা। অনেক যুবক সাহসিকতার সাথে সংকল্প করছে কিন্তু এটাও সত্যি যে কিছু জন হতাশা ও রাগে তাড়িত হয়ে আছে। এটা যথাযথ যুক্তিসংগত।

ঘ) এই সবকিছুর জন্য আমরা কখনই আশাহত হব না। অনেক সময় "শূণ্য" থেকে পরিবর্তন শুরু হয়। ঈশ্বরে বিশ্বাসী যারা তারা উদ্ধুদ্ধ হয়।। মানুষের বিশ্বাস ও ক্ষমতাকে জাগ্রত করতে।

খ্রীষ্টীয় একতার আবেগ

ক) খ্রীষ্টীয়দের সবথেকে বড় আহ্বান হল ঐক্যবদ্ধতা খোঁজা। আমরা যদি নিজেদের দ্বিধাবিভক্ত করি তাহলে আমরা কি ভাবে ভাইবোনের সম্পর্ক গঠন করব। যীশু খ্রীষ্টের মধ্যে আমরা ঐক্যবদ্ধ হওয়ার মহানতা দেখতে পাই। প্রভু ক্রুশবিদ্ধ হয়ে এক মহান ভালোবাসার জন্ম দিয়েছেন যা ঘ্রীনা ও অবহেলা কে দূর করতে সাহায্য করেছে। বাইবেলের ছোট্ট ছোট্ট গল্প থেকে আমরা শিক্ষা পাই বিভক্ত হওয়ার থেকে ঐক্যবদ্ধ করা এটা একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান যা খ্রীষ্টান পরিবারগুলিকে সৌভাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ রাখে। এই সব ঘটনার স্বাক্ষী শব্দের থেকেও দামি। আমরা সবাই এবং একতাবদ্ধ হয়ে থাকতে পারি বন্ধুত্বের সূত্রে তৈরী করে।

খ) দীক্ষিত ভক্তদের প্রায়শয়ি একত্রিত হওয়া দরকার। মিলিত প্রার্থনায় ভগবানের আর্শীবাদ লাভ হয়। !"পবিত্র আত্মা" আমদের অবাক করতে পারে। আমরা অনুভব করতে পারি যে প্রভু যীশু আমাদের একত্রি করেন এবং প্রভুর প্রতি ভালোবাসা প্রকাশিত হলে আমাদের ঘাটতি বুঝতে পারি এবং অন্যের থেকে গ্রহন করতে পারি।

প্রস্তাবনা - ২০২২ - ষষ্টখণ্ড

ঈশ্বর আমাদের হৃদয়কে একীভূত করো

সমগ্র মানবজাতির একত্রিত হবার জন্য প্রতীঙ্গাবদ্ধ হওয়া দরকার। আমাদের প্রার্থনা ভাগবানের কাছে পৌছায়। আন্তবিক একতাবদ্ধতার দিকে এগনোর জন্য আমাদের মনের ইচ্ছাকে নির্বাচিত করা প্রয়োজন আমাদের সামনে যদি অনেক সম্ভাবনা থাকে তাহলে আমাদের সেটাই বেছে নিতে হবে যেটা খুশি ও শান্তি দেয়। আমাদের মধ্যে যোগাযোগের একটি প্রবল ইচ্ছা থাকে যা ঈশ্বর প্রেরিত এবং সেটি আমরা প্রার্থনার মাধ্যমে প্রকাশ করি। ঈশ্বরের সাথে নিরবতা পালনে আমরা জীবনের মানে খুঁজে পাই। মনের একতার জন্য আমরা নিজেকে ‘ঈশ্বরের হাতে’’ সমর্পন করি। আমাদের জীবনের প্রতি পদক্ষেপে আমরা ঈশ্বরের উপর নির্ভর করে থাকি।